ভূমিকা

মীর মশাররফ হোসেন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বহুদিনের। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসে 'বিষাদসিন্ধু' পড়বার সময় এই কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পায়। মীর মশাররফের সাহিত্যকর্মের নানাদিক সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা হয়। তারই ফলে মীর মশাররফের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছা করি। আমি যখন এ নিয়ে প্রথম ভাবতে শুরু করি তখন তাঁর রচনাবলী বা তাঁর সম্বন্ধে বইপত্র সুলভ ছিল না। অনেক বিষয় সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতেও পারিনি। ফলে কাজের গতি খুব শ্লথ হয়ে পড়ে। যাই হোক পরবর্তীকালে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বই যোগাড় করতে পারি। বাংলাদেশ থেকেও কিছু বই এদেশে আসে। সেগুলি সংগ্রহ করি। তাঁর রচনাবলী এখানে পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে প্রথমদিকে কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়লেও তা এতদিনে সম্পন্ন করতে পারলাম।

মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যুগের লেখক। নানা কারণে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য লেখক। তাঁর লেখায় যেমন সেদিনকার যুগ জীবনের ছায়া ধরা পড়েছে তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও ব্যক্ত হয়েছে। আর এ সবের উপরে তদানীন্তন নবজাগরণের একটি প্রভাবের বিস্তার ঘটেছে। আমরা আমাদের এই আলোচনায় বাংলাদেশের (অখন্ড বঙ্গদেশ) এই যুগ পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মশাররফের সাহিত্য আলোচনা করেছি। মীরের জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় সন্ধান করেছি তিনি এই রেনেসাঁসের প্রভাব কতোটা আত্মসাৎ করতে পেরেছেন এবং তাঁর লেখায় তা কতোটা ব্যক্ত হয়েছে।

এই গবেষণা আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ এবং আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে এই কাজ করা আমার পক্ষে দুষ্কর হতো। এই গবেষণা কাজে আমি অনেকের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। অনেকে পরামর্শ ও উৎসাহও দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণু বসু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাকে গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আজহারউদ্দীন খান মেদিনীপুর থেকে তাঁর গ্রন্থের প্রতিলিপি পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার বিশেষ পরিচিত মোহাম্মদ হবিবুর রহমান ঢাকা থেকে কতিপয় গ্রন্থ পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের লাইব্রেরী অবাধে ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন সেখানকার কর্মী মোহাম্মদ হেলাল ভাই। এছাড়া আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন আমার শিক্ষক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুনীল কুমার ওঝা, কান্দী রাজ কলেজের অধ্যাপক রতনকুমার মন্ডল, সাউথ মালদা কলেজের (যেখানে আমি বর্তমানে কর্মরত) অধ্যক্ষ ডঃ পার্থ চক্রবর্তী, মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক ও আমার সহকর্মী বন্ধু আফজল হোসেন, ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক আজিজ আহমেদ এবং কান্দির রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র কলেজ অব্ কমার্সের অনুজ-প্রতিম অধ্যাপক সেখ আবদুর রশীদ।

এ গবেষণার জন্য আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়েছে। কলকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার', বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী', উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কান্দি রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ অব কমার্সের গ্রন্থাগার এবং বিশেষভাবে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অফিস লাইব্রেরী থেকে বহু সাহায্য পেয়েছি। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সৌজন্য ও সহযোগিতার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বোলপুরের 'বীরভূম ইন্‌ফোটেক'-এর কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

০২.০২.২০০২.

মোহাম্মদ শামসুল হক